আলমডাঙ্গায় পশুহাটের সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

পরিচ্ছন্ন পৌর-নগরীতে জনদুর্ভোগ কমাতে মৎস্য প্রাণীসম্পদ অধিদফতরের উদ্যোগে মাছ মাংস ও ছাগল বিক্রয়ের নতুন সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় পৌর শহরের পশুহাট প্রাঙ্গণে পাইকারি মাছ মাংস ও ছাগল বিক্রয়ের সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মেয়র হাসান কাদির গনু।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বাড়তে শুরু করেছে যানবাহন ও জনবসতি। বহুতল ভবন নির্মাণের পাশাপাশি সংকুচিত হয়ে পড়েছে সড়ক পথ। ইতোমধ্যে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে মাছের পাইকারি ও সাপ্তাহিক দু’টি হাট বসানো হত পৌরসভা সন্নিকটে। ওই স্থানের নির্মিত আড়ৎ ঘর গুলো ভেঙে তৈরি করা হচ্ছে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম। এরই কারণে উপজেলা মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ অধিদফতরের উদ্যোগে ৬টি সেড নির্মাণ করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পশুহাট প্রাঙ্গণে দু’টি সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে কুষ্টিয়া জেলার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নুর কনকট্রাকশন। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে ৪ টি সেড নির্মাণ করা হবে খুচরা বিক্রেতাদের জন্য। দু’টি মাছ ও দু’টি মাংস ব্যবসায়ীদের জন্য আধুনিক ভাবে নির্মাণ করা হবে সেড গুলো। এসব নির্মাণ কাজে ৬টি সেডের অর্থায়ন করছে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ অধিদফতর। দীর্ঘদিন মাছ ও মাংস বিক্রেতা ক্রেতাদের ভোগান্তির কারণ হচ্ছে ময়লা ও জলাবদ্ধতা। এদুটি দিক খেয়াল রেখেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন নিয়ে মিলন, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা হিমেল, মেসার্স নুর কনস্ট্রাকশন এর স্বত্বাধিকারী জিহাদ হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র কমিশনার মুজিবুল হক, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, বণিক সমিতির ক্যাশিয়ার আলাউদ্দিন, নুর কনস্ট্রাকশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার ওয়াহেদ হোসেন,

পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, আওয়ামী লীগ নেতা জুয়েল চৌধুরী প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ; আহত ১

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোটরসাইকেল আরোহী সেলিম রেজা তপন মাইক্রোবাসের ধাক্কায় আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার দুপুরের দিকে আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের যাদবপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারাত্মক আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেলিম রেজা তপন যাদবপুর গ্রামের মৃত সোবহান মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান,কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপন দুপুরের দিকে হারদীর থেকে মোটর সাইকেলযোগে আলমডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। যাদবপুর মোড়ের নিকট মসজিদের সামনে পৌঁছালে দুর্গাপুরের দিকে থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে সেলিম রেজা তপনের মুখে আঘাত লেগে রক্তাক্ত জখম হয়।

এ সময় তার জিকসার মোটর সাইকেলে দুমড়ে মুচড়ে যায়। মারাত্মক আহত তপনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে হারদী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহের শুভ উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ /২০২৩’র শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল হামিদ বিশ্বাস, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিটন কুমার বিশ্বাস, মিল-চাতাল মালিক সমিতির সভাপতি আশরাফুল হক, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল ক্যাপ, বিশিষ্ট মিল-চাতাল ব্যবসায়ী পিন্টু মিয়া প্রমুখ।

প্রধান অতিথি রনি আলম নূর বলেন, আমরা সবাই জানি, এখানে যে চালগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে এগুলো সরকার তৃণমুল বা গরীব মানুষের মধ্যে পৌছে দেয়। এই চাল বা ধান গুলো যারা দেবেন তারা অবশ্যই দেখে দিবেন এবং যারা কর্মকর্তা আছেন আপনারাও দেখে নিবেন যাতে মান সম্মত চাল বা ধান হয়। আর যারা ব্যবসায়ী বা মিল মালিক আছেন তারাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করবেন।

উল্লেখ্য এ মৌসুমে ১ হাজার ৪শ’ মেট্র্রিক টন চাল ক্রয় করা হবে। চালের সরকারী মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৪ টাকা, মোট ২১ জন মিল-চাতাল মালিক এ চাল সরবরাহ করবেন। এ ছাড়াও ৯শ’ ৪৫ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বাল্যবিবাহ, মাদক প্রতিরোধ দুর্নীতি বিরোধী ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে কোনো জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের স্থান হবে না। এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর যারা তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করে বিপথে চালিত করছে, তাদের কেউ-ই বিচারের হাত থেকে রেহাই পাবে না। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্তের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, আইনে বাল্যবিবাহকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেকোনো মূল্যে এটি প্রতিহত করতে হবে। বাল্যবিবাহ একটি মেয়ের বড় হওয়ার পথে সব থেকে বড় বাধা।

ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর, উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, এসআই সঞ্জিত কুমার। ইউপি সচিব জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায় উপস্থিত ইউপি সদস্য মানোয়ার হোসেন, শরিফুল ইসলাম, বদর উদ্দিন, নাভলু রহমান, আনিসুর রহমান, আফাজ উদ্দিন, নাসিমা খাতুন, মাসুদা খাতুন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার গ্রাম্য সালিশে সাক্ষ্য দেয়ায় বৃদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুরে ৩’শ বিঘা জমির ভুট্টাক্ষেত সহ পান বোরজে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গ্রাম্য সালিশে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সাক্ষ্য দেয়ায় বৃদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি গতকাল সোমবার রাত ১০ টায় শিয়ালমারী ঘটেছে।

এঘটনায় অভিযুক্ত শিয়ালমারী গ্রামের জিন্নাহ আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিহত বৃদ্ধা উপজেলার শিয়ালমারি গ্রামের উত্তরপাড়ার ফজলুর রহমানের স্ত্রী ঈশারন খাতুন। এছাড়াও আটককৃত ব্যক্তি একই গ্রামের মৃত শামসুদ্দিন মণ্ডলের ছেলে জিন্নাহ আলী।

ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

এলাকাসূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নের শিয়ালমারী বানাতখাল মাঠে গত ১৩ এপ্রিল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৩’শ বিঘা জমির ভুট্টাখেতসহ পানের বরজ পুড়ে ভস্কিভুত হয়ে যায়। অভিযুক্ত জিন্নাহ আলী তার নিজের ভুট্টাখেতে আগুন দিলে সেই আগুনের সূত্রপাত থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এতে ৩০০ বিঘা ভুট্টাক্ষেত সহ পান বোরজ পুড়ে যায়। ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সাক্ষ্য দেন বৃদ্ধা ঈশারন খাতুন। এতে গ্রাম্য সালিশে জিন্নাহ আলীকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ঘটনার জের ধরে গত সোমবার (২২ মে) রাতে ঈশারন খাতুনকে একা পেয়ে তার নিজ বাড়ির সামনে তাকে নির্মমভাবে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে জিন্নাহ।

বৃদ্ধার আত্নচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করে হাসপাতাল কতৃপক্ষ। বৃদ্ধা ঈশারনকে মঙ্গলবার সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী নেবার সময় তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, এ ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত জিন্নাহকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের দেখতে গিয়ে আটক হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু। আজ শনিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি করে স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ২০২২ সালের নাশকতা মামলায় আটক করা হয়েছে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আরো ১৬ নেতাকর্মীকে। এঘটনায় তিব্র নিন্দা জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- জিল্লুর রহমান ওল্টু (৫৬), রফিকুল ইসলাম (৪২), উজ্জ্বল হোসেন (৩৫), আব্দুল আলিম (৩৬), রাজু (৩০), মোখলেস রহমান মিলন (৪৫), সাফায়েত হোসেন (৩৭), ইফতেখারুল ইসলাম (২৯), শফিকুল আজম (৩৭), জহুরুল ইসলাম বেনজির আহমেদ স্বপন (৪৫), নাসির উদ্দিন (৪৫), ওবায়দুর রহমান বেল্টু (৩৩), সাইফুর রহমান (৪৪), ইকতার (৪৫), দেলোয়ার হোসেন ঝন্টু (৪৩), আমিনুল ইসলাম
(৫৭) ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগে অত্র থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামীদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাশকতা সংশ্লিষ্ট মামলায় গতকাল শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় ৩৩ জনের মত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে। রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গলায় ফাঁস লাগিয়ে গৃহবধূর আত্নহত্যা

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে এক গৃহবধূ আত্নহত্যা করেছে। আজ শনিবার দিবাগত রাত ১ টায় নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে। এঘটনায় গৃহবধূর পিতার বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড এরশাদপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ার সালামের মেয়ে ইশিতা খাতুন (২৯)। গত ৫ বছর পূর্বে একই এলাকার লিজুর সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। বৈবাহিক জিবনে তাদের ৩ বছরের একটি কণ্যা সন্তান রয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (১৯শে মে) রাত ১১ টায় ইশিতা তার শিশু কণ্যাকে খাবার খাওয়াচ্ছিলো। শিশুটি কান্না করায় স্বামীর সাথে তর্কবিতর্ক সৃষ্টি হয়।

এঘটনায় রাতে লিজু পিকনিকে অনুষ্ঠানে গেলে সুযোগ বুঝে নিশিতা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যার চেস্টা করে। পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। আত্নহত্যার ঘটনায় ওই গৃহবধূর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করেছে পুলিশ। গতকাল বিকেল ৫ টায় এরশাদপুর গোরস্তানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘বিট

পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ তথ্য দিন সেবা নিন- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে বকসিপুর গ্রামে আজ শনিবার বিকেলে থানা পুলিশের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত একরামুল হোসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথ।

এসময় তিনি বলেন, ‘ আপনাদের গ্রামের হাতে গুনা কয়েকজন মানুষের কারণে সকলের বদনাম হচ্ছে। আপনাদের থানায় যোগদানের পর থেকে চোর ধরা পড়লেই শুনি বকসিপুরের মানুষ সেই চুরির সাথে জড়িত। সেটা মোটরসাইকেল চুরি, পানির পাম্প চুরি, ভ্যান চুরিসহ অধিকাংশ চুরির সাথেই আপনাদের গ্রামে মানুষের নাম শুনি। এখনই এই চোরদের ধরিয়ে দিন। তা না হলে এক সময় আপনাদের পুরো গ্রামের নাম চোরের গ্রাম হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, মাদকের সাথে যারা জড়িত তাদের কোন ছাড় নেই। বাল্য বিয়ে ও ইভটিজিং রোধে আপনারা অবশ্যই পুলিশকে সাহায্য করবেন।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, ডাউকি বিট অফিসার এসআই হাদিউজ্জামান। বকসিপুর গ্রামের শিক্ষক টুটুল হোসেনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন বকসিপুর গ্রামের মন্ডল শমসের আলী, মসলেম আলী, শাহাদৎ হোসেন, ফারুক, আব্দুল খালেক, মহিরদ্দিন, আওয়ামীলীগ নেতা খবির উদ্দিন, রোহনুজ্জামান নাহিদ, আনিস মেম্বার, আব্দুল খালেক, খাইরুল ইসলাম চুন্নু, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নাসিমা খাতুন, মাশুদা খাতুন, সাধারন সদস্য মানোয়ার হোসেন ওল্টু, আবু দাউদ, আব্দুস সালাম, আফাজ উদ্দিন, লাভলুর রহমান, বদর উদ্দিন, আলমডাঙ্গা থানার এসআই দেবাশিষ কুমার, এসআই মারজান, এসআই মাহমুদুল, এএসআই জামির, এএসআই রিয়াজুল ইসলামসহ বকসিপুর গ্রাম ও অন্যান্য গ্রামের কয়েকশ নারী পুরুষ, শিক্ষার্থী প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ৯ চোরাই মোটরসাইকেলসহ গ্রেপ্তার ৬

৯টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে দিবাগত রাত ২ টার মধ্যে উপজেলার শ্রীরামপুর, হাউসপুর, উদয়পুর, কুমারী ও পার্শ্ববর্তী মিরপুর থানার বাঁশবাড়িয়া এলাকায় অভিযান করে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আসামীদের নিজ বাড়ি থেকে ৯টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ সোমবার বেলা ১২টার দিকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- উপজেলার হাউসপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে রাসেল (৩২), মারজুল রহমানের ছেলে সোহেল (২৬),নুরুল ইসামের ছেলে আব্বাস উদ্দীন (৩২),উদয়পুর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৩৭),কুমারি গাংপাড়ার আঃ মজিদের ছেলে মারুফ হোসেন (২৩), পার্শ্ববর্তী মিরপুর থানার বাঁশবাড়িয়া কুরশা গ্রামের মৃত মসলেম মন্ডলের ছেলে জমির আলী (৩৫)।

উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান বলেন, গোপন সংবাদে ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে পৌর এলাকার পশুহাট সংলগ্ন থেকে ৩টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাতে শ্রীরামপুর পূর্বপাড়ায় অভিযান চালিয়ে আব্বাস আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় চোরাই ৩টি মোটরসাইকেল। গ্রেপ্তারকৃত আসামী আব্বাসের তথ্যে মিরপুর থানাধীন বাঁশবাড়িয়া, উদয়পুর অভিযান চালিয়ে আরো ৩টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় চুরির সাথে জড়িত দু’জন আসামীকে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ মোটরসাইকেল চোর চক্রের সদস্য। এ সিন্ডিকেটে আলমডাঙ্গাসহ পার্শ্ববর্তী জেলা মিরপুর থানার অনেকে জড়িত। অভিযানে অনেকের নাম উঠে আসছে। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বেকারিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ময়দা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকায় তদারকি অভিযানে মেসার্স রনি ফুড’স বেকারির ফ্যাক্টরিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ময়দা সংরক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্যে মূল্য তালিকা না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ব্যত্যয় করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠানের মালিক মনিরুজ্জামানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পৌরসভার আনন্দধাম এলাকার ফাতেমা স্টোরে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের জন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক আব্দুর রহমানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় একই সঙ্গে পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলার সংস্থাটির সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।